সূরা আয্ যোহা-৯৩

(হিজরতের পূর্বে অবতীর্ণ)

অবতরণের সময় ও প্রসঙ্গ

প্রথম দু' তিনটি সূরা অবতীর্ণের পরে কিছুদিনের জন্য রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এর কাছে আল্লাহ্র বাণী (ওহী) আসা স্থগিত ছিল। পুনরায় যখন ঐশী-বাণী অবতীর্ণ হতে লাগলো তখন সাথে সাথে যে সূরাগুলো অবতীর্ণ হয়েছিল, এ সূরাটি সেগুলোর অন্যতম। অতএব এটি মক্কায় অবতীর্ণ সূরাগুলোর মধ্যে অতি প্রাথমিক কালের। নলডিকি এ সূরাকে 'সূরা বালাদের' পরে এবং মুইর 'সূরা আলাম নাশ্রাহ্' সংলগ্ন বলে এর অবতরণকাল নির্ধারণ করেছেন। এ সূরায় এক বিরাট ভবিষ্যদ্বাণী রয়েছে। মহানবী (সাঃ) এর প্রতিটি 'আগামীকাল' প্রতিটি 'গতকাল' থেকে শ্রেষ্ঠতর সাব্যস্ত হবে, যে পর্যন্ত তাঁর রেসালতের উদ্দেশ্য সফলতার শীর্ষবিন্দুতে পৌঁছায়। এ ভবিষ্যদ্বাণী মহানবী (সঃ) এর একাদিক্রমে বিজয়ের পর বিজয়ের দ্বারা কী অসাধারণভাবেই পূর্ণ হয়েছিল! বিষয় বস্তুর দিক থেকে সূরাটি পূর্ববর্তী কয়েকটি সূরার অনেকটা অনুরূপ। সে সূরাগুলোর মত এ সূরাতেও মক্কাবাসীদের মজ্জাগত দুষ্কৃতির কথা জোরে-শোরে বলা হয়েছে। প্রভেদ শুধু এটুকু, এ সূরাতে যেখানে মহানবী (সাঃ) ও তাঁর অনুসারীদেরকে তাদের অর্থ-সম্পদের সদ্ব্যবহার করার উপদেশ দেয়া হয়েছে, সেখানে পূর্ববর্তী সূরাতে এতীম ও দরিদ্রদের প্রতি মু'মিন ও কাফিরদের ব্যবহারের তারতম্য দেখানো হয়েছে। তদুপরি পূর্ববর্তী সূরাতে সংক্ষেপে বলা হয়েছিল, আল্লাহ্র সন্তুষ্টি ও শুভ-দৃষ্টি লাভের জন্য মু'মিনগণ তাদের ধন-সম্পদ আল্লাহ্র পথে ব্যয় করেন। আর এ সূরাতে নবী করীম (সাঃ) এর নামের অন্তরালে আল্লাহ্র নৈকট্যপ্রাপ্ত মনোনীত মু'মিনগণকে আল্লাহ্ যে কত রকমের নেয়ামতে ভূষিত করে থাকেন তার উল্লেখ রয়েছে। অতএব এ সূরাটি পূর্ববর্তী সূরার যথোপযুক্ত উত্তরসূরী।

سُوْرَةُ الضُّحٰى مَكِّيَّةٌ وَّهِيَ مَعَ الْبَسْمَلَةِ اِثْنَتَا عَشْرَةَ اٰيَةً وَّرُكُوْعٌ

সূরা আয্ যোহা-৯৩

মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহ্সহ ১২ আয়াত এবং ১ রুকূ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ①

১। [ক]আল্লাহ্র নামে, যিনি পরম করুণাময়, অযাচিত-অসীম দানকারী (ও) বার বার কৃপাকারী।

وَالضُّحٰى ②

২। আলোকোজ্জ্বল দিনের কসম[৩৩৭২]।

وَالَّيْلِ اِذَا سَجٰى ③

৩। [খ]আর রাতের (কসম) যখন তা নিঝুম নিথর হয়ে যায়[৩৩৭৩]।

مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلٰى ④

৪। তোমার প্রভু-প্রতিপালক তোমাকে পরিত্যাগ করেননি এবং (তোমার প্রতি) অসন্তুষ্টও হননি[৩৩৭৪]।

وَلَلْاٰخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْاُوْلٰى ⑤

৫। আর নিশ্চয় তোমার প্রতিটি পরবর্তী মুহূর্ত[৩৩৭৫] প্রতিটি পূর্ববর্তী (মুহূর্ত) থেকে উত্তম।

وَلَسَوْفَ يُعْطِيْكَ رَبُّكَ فَتَرْضٰى ⑥

৬। আর তোমার প্রভু-প্রতিপালক অবশ্যই তোমাকে (অনেক কিছু) দান করবেন, যার ফলে তুমি সন্তুষ্ট হয়ে যাবে।

اَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيْمًا فَاٰوٰى ⑦

৭। তিনি কি তোমাকে এতীম অবস্থায় (দেখতে) পেয়ে আশ্রয় দেননি[৩৩৭৬]?

দেখুন ঃ ক ১ঃ১ খ. ৮১ঃ১৮।

৩৩৭২। 'আলোকোজ্জ্বল দিন' এর তাৎপর্য হতে পারে, ইসলামের উদয় ও উন্নতি। এ 'আলোকোজ্জ্বল দিন' দ্বারা ঐ নির্দিষ্ট প্রাতঃকালকেও বুঝাতে পারে, যে প্রাতঃকালে মহানবী (সাঃ) দশ সহস্র পবিত্র যোদ্ধাকে সঙ্গে নিয়ে বিজয়ী নেতা হিসাবে মক্কায় প্রবেশ করলেন এবং কা'বা গৃহকে প্রতিমা-মুক্ত করলেন।

৩৩৭৩। 'রাত' দ্বারা দীর্ঘকাল ধরে ইসলামের ক্রমাবনতি ও অধঃপতনকে নির্দেশ করছে। 'রাত' বলতে সে রাতকেও বুঝাতে পারে, যার অন্ধকারে মহানবী (সাঃ) গৃহত্যাগ করে আবূ বকর (রাঃ)কে সাথে নিয়ে সওর গুহাতে আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন। প্রকৃতপক্ষে মক্কা ত্যাগের রাত্রি এবং মক্কা বিজয়ের দিবস এ দুটি অনন্য ঘটনা মহানবী (সাঃ) এর সারা জীবনের উত্থান-পতনের ইতিহাসকে সংক্ষিপ্তাকারে তুলে ধরছে।

৩৩৭৪। হযরত নবী করীম (সাঃ) এর প্রতিটি দিন ও প্রতিটি রাত্রি, তাঁর বড় বড় বিজয় ও সাময়িক বিফলতা, তাঁর আনন্দ ও কষ্ট, তাঁর প্রার্থনাপূর্ণ রাত্রি ও কর্মমুখর দিন, এ সবই সাক্ষ্য দান করে, আল্লাহ্ সর্বদা তাঁর সাথেই ছিলেন।

৩৩৭৫। হযরত নবী করীম (সাঃ) এর জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত পূর্ববতী মুহূর্ত থেকে উত্তম ছিল।

৩৩৭৬। বাস্তবতার নিরিখে যেমন মহানবী (সাঃ) এতীম ছিলেন তেমনি এতীমের জন্য ছিলেন আদর্শ। তাঁর এতীমাবস্থা ছিল চরম পর্যায়ের। পিতা মারা গেলেন জন্মের পূর্বেই, মাতা মারা গেলেন ছয় বছরের সময়। আর দাদা আব্দুল মুত্তালিব, যিনি মাতৃহীন নাতির অভিভাবকত্ব কাঁধে নিলেন তিনিও চলে গেলেন মাত্র দুবছর পরেই। অতঃপর গরীব চাচার উপরেই পড়লো তাঁর লালন-পালনের ভার। পিতা-মাতার স্নেহ-বঞ্চিত ছিলেন বালক মুহাম্মদ। পরে যিনি সকলের সহায় হলেন, তিনি তাঁর নিজের শৈশব-কৈশোরে ছিলেন কী নিদারুণভাবে অসহায়! তথাপি তিনি ছোট-বড় সকলের স্নেহ ভালবাসা পেয়েছেন, সঙ্গী-সাথী, সমবয়স্কদের সকলের কাছে তিনি ছিলেন অতি আদরের বিশ্বস্ত বন্ধু। নিজের জীবদ্দশায় যে অসীম ভক্তি-শ্রদ্ধা ও ভালবাসা তিনি পেয়েছেন এর তুলনা মানবেতিহাসে খুঁজে পাওয়া যাবে না। তাঁর মৃত্যুর শত শত বৎসর পরেও কোটি কোটি মানুষের মনে তিনি যে শ্রদ্ধার ও ভালবাসার স্থায়ী আসন লাভ করেছেন ও করে যাচ্ছেন, নারীর গর্ভে জন্মগ্রহণকারী কোন মানুষ তা অতীতেও পায়নি, ভবিষ্যতেও পাবে না।

৮। আর তিনি কি তোমাকে (খোদা অন্বেষণে ও মানবপ্রেমে)[৩৩৭৭] আত্মহারা পেয়ে পথনির্দেশনা দেননি?

وَوَجَدَكَ ضَآلًّا فَهَدٰى ۝٨

৯। আর তিনি তোমাকে বিশাল পরিবারের অধিকারী (দেখতে) পেয়ে সম্পদশালী করে দেননি[৩৩৭৮]?

وَوَجَدَكَ عَآئِلًا فَاَغْنٰى ۝٩

১০। অতএব এতীমের প্রতি তুমি কঠোর হয়ো না।

فَاَمَّا الْيَتِيْمَ فَلَا تَقْهَرْ ۝١٠

★ ১১। আর সাহায্য যাচনাকারীকে তুমি বকাঝকা করো না।

وَاَمَّا السَّآئِلَ فَلَا تَنْهَرْ ۝١١

১ ★ ১২। আর তোমার প্রভু-প্রতিপালকের যে অনুগ্রহ (তোমার
[১২] প্রতি) রয়েছে তুমি (অন্যের কাছে) তা বর্ণনা করতে
১৮ থাক[৩৩৭৯]★।

وَاَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ ۝١٢ ع ١٨

৩৩৭৭। 'যাল্লা' (আত্মহারা) অর্থঃ তিনি কিংকর্তব্যবিমূঢ় অবস্থায় পথ পাচ্ছিলেন না, তিনি ভালবাসায় আত্মহারা হয়ে কি যেন খুঁজছিলেন এবং বিরামহীনভাবে খুঁজছিলেন (লেইন)। 'যাল্লা' শব্দের বিভিন্ন অর্থের প্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াতের অর্থ হতে পারেঃ (১) মহানবী (সাঃ) সৃষ্টিকর্তার সন্ধানে পথ খুঁজে বেড়াচ্ছিলেন, তখন আল্লাহ্ তাঁর কাছে শরীয়ত অবতীর্ণ করে আল্লাহ্কে পাওয়ার পথ দেখিয়েছিলেন, (২) তিনি হতবুদ্ধি অবস্থায় তাঁর লক্ষ্যে পৌছবার পথ পাচ্ছিলেন না, আল্লাহ্ তাঁকে পথ দেখালেন, (৩) তিনি তাঁর হতভাগা জাতির ভালবাসায় আত্মহারা হয়ে তাদের মঙ্গলের পথ খুঁজছিলেন, আল্লাহ্ তাদের জন্য সর্বোত্তম পথ দেখিয়েছিলেন, (৪) তিনি বিশ্ববাসীর অগোচরে ছিলেন, আল্লাহ্ তাঁকে দেখলেন এবং মানবজাতিকে আল্লাহ্র কাছে পৌছাবার জন্য তাঁকে মনোনীত করলেন। অতএব 'যাল্লা' শব্দটি নবী করীম (সাঃ) এর জন্য নিন্দাসূচক না হয়ে প্রশংসাসূচকভাবে ব্যবহৃত হয়েছে। পথভ্রান্ত বা পথভ্রষ্ট অর্থে এ শব্দটি মহানবী (সাঃ) এর জন্য ব্যবহৃত হতেই পারে না। কারণ কুরআনের অন্যত্র (৫৩ঃ৩) তাঁকে ভ্রান্তিমুক্ত ও প্রথভ্রষ্টতামুক্ত বলে বর্ণনা করা হয়েছে। অধিকন্তু সূরার শেষ ছয়টি আয়াত পরস্পর সম্পর্কযুক্ত অর্থাৎ আয়াত ৭,৮,৯ এর সাথে আয়াত ১০,১১,১২ ক্রমিকভাবে সম্পর্কযুক্ত। আয়াত ৮ এর 'যাল্লা' আয়াত ১১ এর 'সায়েল' শব্দের সাথে সম্পর্কিত হয়ে 'যাল্লার' অর্থকে পরিষ্কার করে দিয়েছেঃ 'যে জন আল্লাহ্র সাহায্য চেয়েছে আল্লাহ্র কাছে যাওয়ার পথ পাওয়ার জন্য, যে ব্যক্তি সঠিক পথ পাওয়ার উদ্দেশ্য সাহায্য চেয়েছে'। আয়াতটির অন্য অর্থঃ 'আল্লাহ্ তোমাকে তাঁরই অন্বেষণরত অবস্থায় পেলেন এবং তোমাকে তাঁর কোলে (সান্নিধ্যে) তুলে নিলেন'।

৩৩৭৮। হযরত নবী করীম (সাঃ) এর জীবন আরম্ভ হয়েছে নিঃসম্বল এতীম হিসাবে। আর তাঁর জীবনের অবসান হয়েছে সমগ্র আরব দেশের একচ্ছত্র সম্রাট হিসাবে।

৩৩৭৯। সাত, আট ও নয় আয়াত তিনটিতে নবী করীম (সাঃ) এর প্রতি আল্লাহ্ তাআলার কৃপা ও অনুগ্রহের উল্লেখ করা হয়েছে। আর পরবর্তী ১০, ১১, ১২ আয়াতে তাঁকে এ মর্মে উপদেশ দেয়া হয়েছে, তিনি যেন মানুষের প্রতি কৃপা ও অনুগ্রহ বিতরণ করে আল্লাহ্র কাছে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন। এ উপদেশ তথা আদেশ নবী করীম (সাঃ) এর অনুসারীদের জন্যও সমভাবে প্রযোজ্য।

★ [মহানবী (সা:) এর বিভিন্ন হাদীসের বর্ণনা থেকে জানা যায়, আল্লাহ্ তাআলা তাঁর প্রতি যেসব কৃপা ও জাগতিক অনুগ্রহ করেছিলেন তিনি তা মানবজাতির কাছে গোপন করেননি বরং তিনি তা খোলাখুলিভাবে প্রকাশ করেছেন। পক্ষান্তরে তাঁর প্রতি যেসব আধ্যাত্মিক অনুগ্রহ অবতীর্ণ করা হয়েছে তিনি আল্লাহ্র আদেশ না পেয়ে থাকলে সেগুলো নিজের কাছেই গোপন রাখতেন। তাঁর প্রতি কৃত জাগতিক অনুগ্রহ বর্ণনা করা এজন্যে আবশ্যক ছিল যাতে অভাবী লোকেরা তা জানতে পেরে নিজেদের চাহিদা পূরণের জন্যে ছুটে আসে। আর এ পন্থায় অভাবীদের প্রতি প্রদর্শিত হয় দয়া ও অনুগ্রহ যা হবে নিজের পরিবারপরিজনের প্রতি দয়া ও অনুগ্রহ প্রদর্শনের অনুরূপ। আর এরূপ করায় মানুষ কোন কৃতজ্ঞতার প্রকাশ চায় না। (হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (রাহে:) কর্তৃক উর্দূতে অনূদিত কুরআন করীমে প্রদত্ত টীকা দ্রষ্টব্য)]